Contents

নামায অমান্য ও অবহেলাকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

আল-ইসলাহ প্রকাশনী, ঢাকা

নামায অমান্য ও অবহেলাকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

প্রকাশিকা
নওলাশি বেগম (বেগম মোঃ ইদু মিয়া)

প্রথম প্রকাশ
জুন ঃ ২০০৪ ঈসায়ী
রবিঃ সানি ঃ ১৪২৫ হিজরী
আষাঢ় ঃ ১৪১১ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিবেশক
আল-ইসলাহ প্রকাশনী
হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, মোবাইল ঃ ০১১-৮২০৬৫৭

কম্পিউটার কম্পোজ
হুসাইন আল-মাদানী কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮

বিনিময় ঃ ১৭/= (সতের) টাকা

www.waytojannah.com

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

দেশের প্রখ্যাত আলিম শাইখুল হাদীস আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ সাহেব বলেন ঃ

আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব আদাম সন্তান। আদাম জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ই'বাদাতের জন্য। ই'বাদাতের প্রধান বিষয় হচ্ছে সলাত পাঠ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতির মধ্যে সলাত পাঠে অমনোযোগী, উদাসীন, ভুলে ভরা সলাত পাঠ যা হাস্যকর আর এটা আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য ও গৃহীত নয়। বহুদিন থেকেই হতভাগ্য মুসলিম জাতিকে সলাত পাঠে সজাগ-স্বচেতন করার মত পুস্তকের অভাব অনুভব করছিলাম। বার্ধক্য জনিত জ্বর-ব্যাধির মধ্যে ও আমার সংকলিত "সলাতুল মু'মিনীন" নামক নামাজ শিক্ষার পাণ্ডুলিপি দেখার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার স্নেহের হাফিয শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ূব হাফিজাহুল্লাহু **"নামায অমান্য ও অবহেলাকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি"** নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এতে বহুবিধ মাসআলাহ নিয়ে আলোচিত হয়েছে যা মানব জাতিকে পথের দিশা দেখাবে ইন্‌শাআল্লাহ। আমার বিশ্বাস পুস্তক পাঠান্তে আ'মালকারীগণের জান্নাতের পথ সুগম হবে। আমি পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং দু'আ করি লেখক ও আমালকারীগণের যেন পুস্তকটি জান্নাতের ওয়াসীলাহ হিসেবে আল্লাহ কবূল করেন। আমীন।

এছাড়াও আমার প্রিয় হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব হাফিজাহুল্লাহুকে আল্লাহ যেন আরো বেশি দ্বীনের খিদমাত করার তাওফীক দান করেন এবং তার বাবা-মা'র নেক সন্তান হিসেবে আল্লাহ তাকে কবূল করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

নামাযের (সলাতের) গুরুত্ব ——— ৫

সলাতের মর্যাদা ——— ৭

নামাযের (সলাতের) শিক্ষা ——— ৮

- আল্লাহর ভয় ও তাঁর হুকুম মানার মানসিকতা সৃষ্টি ৮
- পর্দার শিক্ষা ৮
- সময়জ্ঞান ৮
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ৮
- শরীর সুস্থ ও সবল রাখা ৮
- ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ পালন ৮
- সমাজ জীবন গঠনের ট্রেনিং ৯
- সামাজিক সাম্য তৈরী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ৯
- সামাজিক শৃঙ্খলা ৯

সলাতের উপকারিতা ——— ৯

সলাত অমান্যকারীর ভয়াবহ পরিণাম ——— ১১

সলাত অমান্যকারীর প্রতি শরঈ বিধান ——— ১৪

- মুসলিমা মেয়ের সঙ্গে বেনামাযীর বিয়ে হারাম ১৫
- সলাত অমান্যকারী দ্বারা গৃহপালিত জন্তু জবেহ করা হলে তা হারাম ১৫
- সলাত অমান্যকারীর মাক্কা ও হারামের এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ১৫
- সলাত অমান্যকারী আত্মীয়দের পরিত্যক্ত ধন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে ১৫
- সলাত অমান্যকারীর জানাযা পড়া ও তার জন্য দু'আ করা হারাম ১৬
- সলাত অমান্যকারীর হাশর হবে যাদের সাথে ১৬

সলাত অমান্যকারীর শাস্তি ——— ১৭

সলাত অমান্যকরীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ভূমিকা ——— ১৭

সন্তান-সন্ততিকে কখন সলাতের নির্দেশ দিতে হবে ——— ১৮

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের গুরুত্ব ——— ১৮

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের ফাযীলাত ——— ২১

জামা'আত ছাড়ার গুনাহ ——— ২৩

জামা'আত ত্যাগকারীর শাস্তি ——— ২৪

জামা'আত ত্যাগ করার শরঈ ওযর ——— ২৪

অমনোযোগী সলাত আদায়কারীর পরিণাম ——— ২৫

সলাতে সুফল পাওয়া যায় না কেন? ——— ২৬

সলাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের উপায় ——— ২৮

সলাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারীদের খণ্ডচিত্র ——— ২৯

সলাতের ক্ষতিকর কাজসমূহ ——— ৩১

আহ্বান ও গ্রন্থপঞ্জি ——— ৩২

www.waytojannah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

সলাতের কথা পবিত্র কুরআনে ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। অসংখ্য হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, সলাত ইসলামের মূল স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। সলাত কাফির ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী। হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম হিসেব নেয়া হবে সলাতের। সলাত কবুল না হলে অন্যান্য 'আমাল বৃথা। সলাত জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সেতু বন্ধন হয়।

সলাতের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচবার এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আল্লাহর দাসত্ব করাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান কাজ। তাই সলাতের উদ্দেশ্য জানতে হবে, এর প্রয়োজন বুঝতে হবে, সঠিক পদ্ধতিতে পালন করতে হবে, এর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় এ সলাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ প্রায় শতকরা ৯০ জন মুসলিমই সলাতকে অমান্য করে চলেছে। যেসব মুসলিম সলাত আদায় করছেন তাঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল এমন লোক যাঁরা সলাতের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা বুঝে যত্নসহকারে আদায় করছেন। উল্লেখ্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সলাত শুধু নিজে আদায় করার জন্য বলেননি বরং কায়িম (প্রতিষ্ঠা) করার জন্য বলেছেন। অথচ সলাত আদায়কারীরা এ সম্পর্কে চরম উদাসীন। তাই এসব প্রয়োজন ও তাকিদ অনুভব করে কুরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে **সলাত অমান্য ও অবহেলাকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি** নামক এই পুস্তকটিতে এমন সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, সকল মুসলিম যাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সময়মত ও জামা'আতের সঙ্গে আদায় করে। সলাতের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা গ্রহণ করে। যত্নসহকারে সলাত সম্পন্ন করে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে। কেননা সলাতে মানুষের বহুবিধ উপকার সাধিত হয়। এ লক্ষ্যেই আমার প্রয়াস। আল্লাহ আমার এই প্রচেষ্টাটুকু কবূল করুন– আমীন।

এই বইটি সংকলন করতে গিয়ে যেসব ভাই ও বোনদের তাকিদ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকার বিশাল গ্রন্থাগারে সমৃদ্ধ জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে তথ্য নিয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটিতে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

মুহাম্মাদ আইয়ূব

www.waytojannah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

নামাযের (সলাতের) গুরুত্ব

'সলাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দু'আ, তাসবীহ্, রাহমাত, কামনা, ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), দয়া ইত্যাদি।(ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৪ খণ্ড ২য় ভাগ ১১১ পৃষ্ঠা) শারী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুকন ও যিক্‌রসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সলাত বলা হয়।

ঈমান ছাড়া অন্য চারটি রুকনের (ভিত্তির) মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন। সলাতকে দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না সেরূপ সলাত ছাড়াও দ্বীন পরিপূর্ণ হয় না।

সলাতের ফারযিয়্যাতকে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য হবে। সলাত আদায় করাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমানের নিদর্শন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন ঃ মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারয হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হয়, হে মুহাম্মাদ। আমার কথায় কোন রদবদল হয় না। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের সাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সমান। (তিরমিযী, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হাঃ ২০৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ، اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ *

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আবৃত্তি কর এবং যথাযথভাবে সলাত আদায় কর, নিশ্চয় সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(সূরা ঃ আনকাবুত আয়াত ৪৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ *

তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (সূরাঃ বাক্বারাহ আয়াত ৪৫)

এ সম্পর্কে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হলো ঃ "ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত ছেড়ে দেয়া।"(মুসলিম হাঃ ১৪৪)

বুরাইদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন ঃ "আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত, অতএব যে সলাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।" (নাসাঈ, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হাঃ ৪৬৪)

হুরাইস ইবনু কবীসা (রাঃ) বলেন, আমি মাদীনায় পৌঁছে বললাম, "হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন উত্তম সঙ্গী সহজলভ্য কর।" অতঃপর আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)'র মাজলিসে বসলাম এবং তাকে বললাম, আমি মহান আল্লাহর

নিকট দু'আ করছি যে, তিনি যেন আমার জন্য একজন উত্তম সঙ্গী সহজলভ্য করেন। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে বর্ণনা করুন, যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা যথাযথ হয়, তবে সে সফল হলো এবং মুক্তি পেল। যদি তা গড়বড় হয় তবে সে ধ্বংস হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। (নাসাঈ হাঃ ৪৬৬)

আবূ মালীহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সলাত ছুটে গেল তার 'আমাল বরবাদ হয়ে গেল। (নাসাঈ হাঃ ৪৭৫)

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, আমি মানুষের সাথে সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা স্বীকার করে নেবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তারা সলাত কায়িম করবে।

(বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, হাঃ ২৪, তিরমিযী হাঃ ২৫৪৬)

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযত করবে ক্বিয়ামাতের দিন সেই সলাত তার জন্য নূর, দলীল ও মুক্তির সনদ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সলাত তার হিফাযত করলো না তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন কোন নূর দলীল ও মুক্তির সনদ হবে না। আর সে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন ফির'আউন, কারূন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে থাকবে। (আহমাদ, মিশকাত, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, হাঃ ৫৩১)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ 'আমাল মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত সলাত আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

(মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হা ঃ ১৬১, নাসাঈ হাঃ ৬১১)

বুযুর্গানে দীন বলেছেন, সলাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদের হাশর হবে উপরোক্ত চার শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অর্থাৎ ফির'আউন, কারূন, হামান, উবাই ইবন খালফ প্রমুখ কাফিরের সাথে। কেননা সাধারণত সলাত তরককারীরা চারটি কারণে সলাত থেকে বিরত থাকে যেমন তার ধন-সম্পদ, তার রাজত্ব, তার মন্ত্রিত্ব ও তার ব্যবসা-বাণিজ্য। যদি সে তার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে সলাত তরক করে তাহলে কারূনের সাথে তার হাশর হবে। যদি রাজত্বের মোহে পড়ে সলাত তরক করে তাহলে ফির'আউনের সাথে তার হাশর হবে। যদি মন্ত্রিত্বের কারণে সলাত তরক করে থাকে তাহলে হামানের সাথে তার হাশর হবে। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়কারবারে লিপ্ত থাকার দরুন সলাত তরক করে তাহলে মাক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও মুনাফিক্ব উবাই ইবনু খালফের সাথে তার হাশর হবে। (কিতাবুল কাবায়ীর, ইমাম আয্যাহাবী (রহঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩ পৃষ্ঠা)

www.waytojannah.com

সলাতের মর্যাদা

সলাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের দ্বিতীয় স্তম্ভ। দুই সাক্ষ্য (কালিমা) দাস ও তার প্রভুর মাঝে এক সেতুবন্ধন। আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন সলাত আদায়কালে তার প্রভুর সাথে কথা বলে– (বুখারী হাঃ ৩৯৬)। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ও আমার বান্দার মাঝে সলাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দা তাই পায় যা সে প্রার্থনা করে। সুতরাং বান্দা যখন বলে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে, তিনি বিচার দিবসের অধিপতি। তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করি। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে এবং আমার বান্দার জন্য তাই যা সে যাঞ্চা করে। বান্দা যখন বলে আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয় যারা ক্রোধভাজন এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন এটা আমার বান্দার জন্য এবং তার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে। (মুসলিম, তিরমিযী হাঃ ২৮৮৮)

সলাত মু'মিনদের হৃদয়ের এবং ক্বিয়ামাতের জ্যোতি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সলাতের হিফাযত করে তার জন্য তা ক্বিয়ামাতের জ্যোতি, দলীল ও পরিত্রাণের কারণ হবে।" (মিশকাত হাঃ ৫৩১)

সলাতে বিনীত অন্তরকে উপস্থিত রেখে সলাতকে হিফাযত ও সযত্ন করা। যা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার এক হেতু। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সলাতে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা তিরস্কৃত নয় এবং যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সলাতে যত্নবান তারাই হবে ফিরদাউসের অধিকারী যাতে ওরা চিরস্থায়ী থাকবে। (সূরা মু'মিনূন, আয়াত ঃ ১-১১)

সলাত মু'মিনদের অন্তরের প্রফুল্লতা ও চক্ষুর শীতলতা। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সলাতে আমার চক্ষু শীতলতা করা হয়েছে।" (আহমাদ ৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫ পৃঃ, নাসাঈ ৭/৬১ পৃঃ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(সূত্রঃ আল হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক প্রকাশিত পথের সম্বল ৩৩-৩৬পৃঃ)

নামাযের (সলাতের) শিক্ষা

✪ আল্লাহর ভয় ও তাঁর হুকুম মানার মানসিকতা সৃষ্টি ঃ মুসলিম তার সকল কাজ-কর্ম ফেলে সলাত আদায় করতে চলে যায় বা দাঁড়িয়ে যায়, কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশের জন্য যদিও কেউ তাকে মারধর করছে না। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর ভয়ে সে এটা করছে। প্রতিদিন পাঁচবার মুসলিমদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, তারা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় এই আল্লাহ ভীতিকে সামনে রাখে, অর্থাৎ আল্লাহ অখুশি হন এমন কোন কাজ সে করবে না এবং খুশি হন এমন সব কাজ সে করবে।

✪ পর্দার শিক্ষা ঃ পর্দা করা ইসলামী জীবন বিধানের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফার্‌য কাজ। সলাতে সতর ঢেকে রাখার বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ প্রতিদিন পাঁচবার একই ফার্‌য কাজটির কথা মুসলিম নর-নারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

✪ সময়জ্ঞান ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। এই সময় বেঁধে দিয়ে আল্লাহ মুসলিমদের সময় জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন।

✪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ আল্লাহ মুসলিমদেরকে শরীর, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, কর্মস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিচ্ছেন। শরীরের খোলা থাকা স্থানগুলো ওযূর মাধ্যমে দিনে পাঁচবার পরিষ্কার করার এক অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

✪ শরীর সুস্থ ও সবল রাখা ঃ আল্লাহ তা'আলা তো সলাতের সময় শুধু কোন একটি অবস্থায় (দাঁড়ানো, সিজদাহ্ বা রুকূ ইত্যাদি) থেকে, দু'আ কালাম পড়ে সলাত শেষ করতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে রুকূ ও সিজদাহ্ এবং ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সলাত আদায় করতে বলেছেন। সিজদাহ্‌র প্রধান শিক্ষা আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হলেও চিন্তা করে দেখুন, সলাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির একটা শিক্ষা হচ্ছে শরীরচর্চার শিক্ষা। কী কী অঙ্গ ভঙ্গির দিকে শরীর চর্চার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ চান মুসলিমরা প্রতিদিন সলাতের বাইরেও কিছুক্ষণ যেন শরীর চর্চা করে। এতে তাদের শরীরের রোগ-ব্যাধি অনেক কম হবে।

✪ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ পালন ঃ সলাতের বিধানসমূহকে ফার্‌য, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে, ফার্‌যে ভুল হলে সলাত হবে না। ওয়াজিবে ভুল হলে সাহু সিজদাহ্ দ্বারা তা না শুধরালে সলাত হবে না। সুন্নাতে ভুল হলে সারতে হবে তবে একটু দুর্বল হবে, মুস্তাহাবে ভুল হলে সলাতের কোন ক্ষতি হবে না।

✪ **সমাজ জীবন গঠনের ট্রেনিং ঃ** মানুষ সামাজিক জীব। সু-শৃঙ্খল ও সমাজবদ্ধ মানব জীবন আধুনিক সভ্যতার পূর্ব শর্ত। তাই মানুষ গড়ার প্রোগ্রামে যদি সুষ্ঠু সমাজবদ্ধ জীবনগড়ার শিক্ষা না থাকে, তবে সেই প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আল্লাহর মানুষ গড়ার প্রোগ্রামতো অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। তাই মুসলিমগণ কীভাবে তাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করবে তার অপূর্ব শিক্ষা আল্লাহ 'জামা'আতে' সলাত আদায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েছেন।

✪ **সামাজিক সাম্য তৈরী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ঃ** একজন মুসলিম দিনে পাঁচবার জামা'আতে সলাতের সময় তার বংশ, ভাষা, গায়ের রং, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিচয় ভুলে গিয়ে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে এক লাইনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময়ে মনিবের পাশেই তার ভৃত্য দাঁড়াতে পারে বা মনিবের মাথা যেয়ে লাগতে পারে সামনের কাতারে দাঁড়ানো তার ভৃত্যের পায়ের গোড়ালিতে। এভাবে দিনে পাঁচবার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় ভিত্তিক অহংকার সমূলে দূর করার অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামা'আতে সলাত সম্পাদন ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের অতি উজ্জ্বল বাস্তব নিদর্শন।

✪ **সামাজিক শৃঙ্খলা ঃ** হাজার হাজার মুসলিমও যদি জামা'আতে সলাতে দাঁড়ায় তবুও দেখবেন, সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে, কী সুন্দর শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা একটি কাজ করছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তারা যেন তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করে। (সূত্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ ২৪ খণ্ড ২য় ভাগ ১১৩ ও ১১৪ পৃষ্ঠা ও নামায কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে, প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান- ২২-২৯ পৃষ্ঠা)

সলাতের উপকারিতা

ইবনু মুহাইরীয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোন সলাতকে অবজ্ঞাভরে ধ্বংস করবে না, তার জন্য আল্লাহর এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (নাসাঈ হাঃ ৪৬২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বলতো যদি তোমাদের দরজার সন্নিকটে একটি নদী থাকে যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার (দেহে) কি কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? সকলে বলল, তার কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন

অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের উপমা। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশিকে মুছে ফেলেন। (বুখারী হাঃ ৪৯৭, মুসলিম হাঃ ১৪০৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং এক জুমু'আর সলাত থেকে পরবর্তী জুমু'আর সলাত তার মাঝখানে সংঘটিত (ছোটখাট) গুনাহসমূহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়; তবে শর্ত হলো কাবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (তিরমিযী হাঃ ২০৫)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত আহবান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ সলাতগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর জন্য বহু হিদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ সলাতগুলি হিদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে সলাত আদায় করে নাও যেমন ঐ পশ্চাদগামী তার স্বগৃহে সলাত আদায় করে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর আদর্শ ও তরীক্বাহ বর্জন করলে তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন ওযূ করে এই মাসজিদ সমূহের কোন মাসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়। আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন এর দ্বারা তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ হ্রাস করেন।

(মুসলিম হাঃ ১৩৭৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ * اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ * وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ *

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সলাতে সযত্নবান তারাই হবে ফিরদাউসের অধিকারী যাতে ওরা চিরস্থায়ী থাকবে। (সূরা ঃ মু'মিনূন আয়াত ১-১১)

সলাতের উপকারিতা সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে- যে ব্যক্তি ফার্য সলাতসমূহের হিফাযত করবে অর্থাৎ যথাসময় ও সঠিকভাবে সলাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্মানিত করবেন। ১। "অভাব-অনটন ও দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে তাকে মুক্ত রাখবেন, ২। তার ক্বর আযাব হবে না, ৩। তার 'আমালনামা ডান হাতে দেয়া হবে, ৪। সে বিদ্যুতের ন্যায় (জাহান্নামের উপরের) পুল পার হয়ে যাবে এবং ৫। বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (কিতাবুল কাবায়ির-ঐ, ২৬ পৃঃ)

এছাড়াও সলাত দ্বারা আল্লাহর সাহায্য, সহানুভূতি ও অনুকম্পা লাভ করা

যায়। দিবস-রজনীতে পাঁচ বার সলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আমাদের জীবনে যা কিছু চাওয়া পাওয়া তা আল্লাহর দরবারে পেশ করি। আর বান্দার জীবনে যা সর্বাধিক প্রয়োজন তা হলো জীবন চলার পথে সঠিক রাস্তা পাওয়া। এটাই হলো হিদায়াত। আর এই হিদায়াতের বদৌলতে সে আল্লাহর পক্ষ হতে অফুরন্ত নি'আমাত পেয়ে ধন্য হয়।

সলাত মানুষকে সব রকম নোংরামী ও অপ্রিয় কাজ হতে দূরে রাখে। সলাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে রুকু, সিজদাহ এবং দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী পঠিতব্য আবেদনমূলক দু'আসমূহের কারণে দিনে-রাতে কৃত ভুলের পাপরাশি ঝরে যায়। যে পাপের জগদ্দল পাথর তার ঘাড়-মাথা নুইয়ে দিয়েছিল, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সলাতে সে বোঝা শূন্য ও হালকা মুক্ত হয়ে যায়। তেমনি পাপের আগুনে তার জ্বলন্ত পোড়া হৃদয় সলাতের অমীয় ধারায় শান্ত-শীতল হয়, যেমন খাঁ খাঁ রোদের গরম তাপে পথিকের ওষ্ঠাগত প্রাণ ঝলসে যায় এবং সে স্রোতস্বিনীর শীতল পানিতে অবগাহন করে তাপ জ্বালা নিবারণ করে। সংসার জীবনের অশান্তি, মনের হা হুতাশ, সমস্যা সংকুল দুনিয়ার উত্তপ্ত হাওয়া নির্বাপিত হয় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিনিময়ে। ফলে, সে সকল ধকলমুক্ত হয়, আত্মতৃপ্তিতে তার অন্তর প্লাবিত হয় এবং চোখ জুড়িয়ে যায়। এটাই হলো সলাতের হাকীকাত বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। (রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সালাত এবং 'আক্বীদাহ্ ও যরুরী সহীহ্ মাস'আলাহ্, আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী– ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

সলাত অমান্যকারীর ভয়াবহ পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرٍ * قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ *

অর্থাৎ– তোমাদের কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সলাত আদায় করতাম না। (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ঃ ৪২-৪৩)

প্রখ্যাত তাবিঈ আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক (র) বলেছেন, সাহাবায়ি কিরাম (রাঃ) সলাত ব্যতীত অন্য কোন 'আমালকে ছেড়ে দেয়াকে কুফরী মনে করতেন না। (মিশকাত হাঃ ৫৩২)

আলী (রাঃ)-কে এক বেনামাযী মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে সলাত আদায় করে না সে কাফির। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না তার কোন দীন নেই। (মুহাম্মাদ ইবনু নসর মরফূ সনদে বর্ণনা করেন)

www.waytojannah.com

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সলাত তরক করবে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। (মুহাম্মাদ ইবনু নসরের বর্ণনায়-মনযিরী)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাত বিনষ্টকারী হিসাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে আল্লাহ তার অন্যান্য পুণ্যের প্রতি গুরুত্ব দিবেন না। (সূত্রঃ কিতাবুল কাবায়ির ইমাম হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবী (রঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপা, ২৩-২৪ পৃঃ)

যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে না তারা সে সব দলীল পেশ করে থাকে তা সে সব দলীলের তুলনায় দুর্বল যা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে প্রমাণ করে। কারণ, (যারা কাফির না মনে করে) তারা যে সব দলীল পেশ করে থাকে সেগুলো য'য়ীফ-দুর্বল ও অস্পষ্ট, অথবা যাতে মোটেই তার প্রমাণ নেই। এমন এমন গুণের সাথে সম্পৃক্ত যার বর্তমানে সলাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়, অথবা এমন অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাতে সলাত ত্যাগের ওযর গ্রহণযোগ্য। কিংবা হয়ত সেই দলীলসমূহ "আম" (ব্যাপক অর্থবোধক) যা সলাত ত্যাগকারীর কুফরীর দলীলসমূহ দ্বারা খাস (বিশেষিত) করা হয়েছে।

অতএব যখন "সলাত ত্যাগকারী কুফরী" এমন বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, দলীলের বিরুদ্ধে তার সমতুল্য কোন দলীল নেই, তাহলে তার উপর কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। কারণ বিধান সঙ্গত কারণেই তার সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সেই বিধানের কারণ পাওয়া গেলে তা প্রযোজ্য হবে, আর যদি কারণ না পাওয়া যায় তবে তার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

যে ব্যক্তি সলাতের প্রতি গাফলতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পনেরটি শাস্তির সম্মুখীন করবেন। এর পাঁচটি শাস্তি হবে দুনিয়াতে, তিনটি হবে মৃত্যুকালে, তিনটি ক্বরে এবং তিনটি ক্বর থেকে বের হবার সময়। **দুনিয়ার শাস্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ** ১) তার জীবনকাল থেকে বারকাত উঠে যাবে, ২) তার চেহারা থেকে নেককার বান্দাদের নূরানী দীপ্তি চলে যাবে, ৩) আল্লাহ তা'আলা তার কোন 'আমালেরই প্রতিদান দিবেন না, ৪) তার দু'আ আসমানে পৌছবে না এবং ৫) নেককার লোকদের দু'আয় তার অংশ থাকবে না। **মৃত্যুর সময়ের শাস্তিগুলো হলো ঃ** ১) সে অপমানিত এবং অপদস্থ হয়ে মারা যাবে, ২) ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার মৃত্যু হবে এবং ৩) এমন তৃষ্ণার্থ অবস্থায় মারা যাবে যে, দুনিয়ার সকল সমুদ্রের পানি পান করানো হলেও তার পিপাসা মিটবে না। **ক্বরে যেসব শাস্তি হবে ঃ** ১) তার ক্বর সংকুচিত হবে এবং এমন ভাবে চাপ দিবে যে, এক দিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকে চলে যাবে,

২) তার ক্বরে আগুন জ্বলতে থাকবে এবং সে রাতদিন সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গের উপর ছটফট করতে থাকবে এবং ৩) তার ক্বরে "আশ্-শুজা'উল আকরা" বা "বিষধর অজগর" নামে এক বিরাট সাপ নিয়োগ করা হবে। যার চোখ হবে আগুনের, নখগুলো হবে লোহার এবং প্রত্যেকটি নখের দৈর্ঘ্য হবে এক দিনের দুরত্বের সমান। তার আওয়াজ মেঘের গর্জনের মত। সে বজ্র নিনাদে মৃতব্যক্তিকে ডেকে বলবে ঃ আশি শজা' (বিষধর অজগর) আমাকে আমার রব আদেশ করেছেন, তোমাকে ফাজ্রের সলাত বিনষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত দংশন করার জন্য। অনুরূপভাবে যুহরের সলাত নষ্ট করার জন্য আসর পর্যন্ত, আসরের সলাত নষ্ট করার জন্য মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের সলাতের জন্য 'ইশা পর্যন্ত এবং 'ইশার সলাতের জন্য ফাজ্র পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর তার উপর আক্রমণ শুরু হবে। প্রতিবার আঘাতে সে সত্তর গজ মাটির নিচে চলে যাবে। এভাবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার উপর শাস্তি চলতে থাকবে। আর **ক্বব্র থেকে বের হবার পর যেসব শাস্তি হবে** ১) ক্বিয়ামাতের মাঠে তার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত কঠিন হবে, ২) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত থাকবেন, ৩) এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদের উপলক্ষ করে বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে কোন হতভাগা এবং বঞ্চিতকে রেখো না। অতঃপর তিনিই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কে হতভাগা এবং বঞ্চিত? তারা বললেন ঃ কে সে ব্যক্তি হে আল্লাহর রাসূল, (আমরা তা জানি না) তিনি বলেন ঃ "সে হলো সলাত তরককারী।" বর্ণিত আছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম সলাত পরিত্যাগকারীর চেহার কাল হবে। জাহান্নামে 'মুলহাম' নামে একটি উপত্যকা আছে। সেখানে নানা প্রকার সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি সাপ উটের ঘাড়ের মত মোটা এবং দৈর্ঘ্য হলো এক মাসের পথ। ঐ সাপ সলাত তরককারীকে দংশন করবে এবং তার বিষক্রিয়া সত্তর বছর পর্যন্ত শরীরে স্থায়ী থাকবে। অতঃপর তার গোশত পঁচে গলে পড়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নের ঘটনা দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা বনী ঈসরাইলের এক মহিলা মুসা (আঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি জঘন্য পাপ করেছি এবং এজন্য আমি আল্লাহর তা'আলার দরবারে তাওবাও করেছি। আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার তাওবাহ ক্বুবুল হওয়ার ও আমার গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য দু'আ করুন! মুসা (আঃ) তাকে বললেন, তুমি কী অপরাধ করেছ। সে বলল হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম, এতে আমার একটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। একথা শুনে মুসা (আঃ) বললেন, ওহে চরিত্রহীনা! তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, অন্যথায় তোমার অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ আকাশ হতে

আগুন এসে আমাদের সকলকে জ্বালিয়ে দিবে। তখন মহিলাটি তার নিকট থেকে মর্মাহত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর জিবরাঈল (আঃ) নাযিল হয়ে বললেন, হে মুসা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্মে আপনার নিকট কৈফিয়ত তলব করতে বলেছেন যে, কেন আপনি তাওবাকারী মহিলাকে বের করে দিলেন এবং তার মধ্যে আপনি কী দোষ পেয়েছেন? মুসা (আঃ) বললেন, হে জিবরাঈল! তার চেয়ে বেশী পাপী আর কে হতে পারে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, যে ইচ্ছা করে সলাত ত্যাগ করে সে ঐ মহিলার চেয়েও মারাত্মক পাপী।

কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে কোন এক লোক তার মৃত বোনকে দাফন করার জন্য ক্বরে নেমেছিল। ভুলবশত সে তার একটি টাকার থলে টাকা-পয়সাসহ সেখানে ফেলে আসে। থলেটি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ক্বরেই থেকে যায় এবং এ অবস্থায় দাফন কাজ শেষ করে সকলে চলে যায়। তারপর থলেটির কথা স্মরণ হলে সে ক্বর খুঁড়ে তা আনার জন্য গেল। ক্বর খুঁড়ে দেখতে পেল যে, তার ক্বরে আগুন জ্বলছে। তখন সে ক্বরে মাটি চাপা দিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের নিকট এলো এবং বলল 'আম্মা! বলুন তো আমার বোন কেমন ছিল এবং কি 'আমাল করত? তার মা বলল, কেন তুমি এ প্রশ্ন করছ? সে বলল "আম্মা! আমি তার ক্বরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেছি।" তার মা কেঁদে কেঁদে বলল ঃ বাবা; ওতো সলাত অবহেলা করত এবং সলাতের ওয়াক্ত শেষ হবার পর সলাত আদায় করত। সলাত দেরী করে আদায় করলে যদি এ শাস্তি হয় তবে যারা আদৌ সলাত আদায় করে না তাদের অবস্থা এবং শাস্তি যে কী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যথাসময় সলাত আদায় করার তাওফিক দান করুন– আমীন। (সূত্রঃ কিতাবুল কাবায়ীর, ঐ– ২৬-২৮ পৃঃ)

সলাত অমান্যকারীর প্রতি শরঈ বিধান

বিশ্ববিখ্যাত আলিম, সৌদি আরবের প্রাক্তন প্রধান দু'জন মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায ও শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন সলাত ত্যাগকারীর প্রতি শরী'আতের বিধান কী এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন ঃ

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবার পরিজনকে সলাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়, যদি তারা তার নির্দেশের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সে তার পরিজনের সাথে কী ধরণের ব্যবহার করবে? সে কি তাদের সাথে এক সাথে বসবাস এবং মিলেমিশে থাকবে, না কি সে বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে যাবে?

উত্তর ঃ এ সকল পরিবার যদি একেবারেই সলাত আদায় না করে, তাহলে তারা অবশ্যই কাফির, মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) ও ইসলাম থেকে খারিজ- বহির্ভূত হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তির তাদের সাথে একই সাথে অবস্থান এবং বসবাস করা

জায়িয নয়। তবে তাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া তার জন্য ওয়াজিব এবং বিনয়ের সাথে ও প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে সলাত আদায় করার জন্য আহবান জানাতে হবে। এর ফলে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে হিদায়াত দান করতে পারেন। কারণ, সলাত ত্যাগকারী কাফির। আল্লাহ রক্ষা করুন।

✪ মুসলিমা মেয়ের সঙ্গে বেনামাযীর বিয়ে হারাম ঃ বেনামাযীকে কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া শুদ্ধ হবে না। সলাত না আদায় করা অবস্থায় যদি তার আক্দ বা বিবাহ সম্পাদন করা হয়, তাহলেও তার নিকাহ বা বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আল্লাহ তা'আলা মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ "যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মু'মিনা তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়।" (সূরাঃ মুমতাহিনাহ, আয়াত ১০)

বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে সলাত ত্যাগ করে, তাহলেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্বে যে আয়াত আমরা উল্লেখ করেছি সে আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। এ বিষয়ে আহলে 'ইলমদের নিকট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী মিলনের আগে হোক বা পরে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই।

✪ সলাত অমান্যকারী দ্বারা গৃহপালিত জন্তু জবেহ করা হলে তা হারাম ঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না, তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেন তার জবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না? এর কারণ হলো যে, উক্ত জবেহকৃত পশু হারাম। যদি কোন ইয়াহুদী অথবা নাসারা (খৃষ্টান) জবেহ করে তা আমাদের জন্য খাওয়া হালাল। আল্লাহ রক্ষা করুন। উক্ত বেনামাযীর কুরবানী ইয়াহুদী এবং নাসারার কুরবানী থেকেও নিকৃষ্ট।

✪ সলাত অমান্যকারীর মাক্কা ও হারামের এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঃ অবশ্যই তার জন্য মাক্কা এবং হারামের সীমানায় প্রবেশ করা হালাল নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও না আসতে পারে।" (সূরাঃ আত্-তাওবাহ্, আয়াত ২৮)

✪ সলাত অমান্যকারী আত্মীয়দের পরিত্যক্ত ধন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে ঃ উক্ত সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয় বা জ্ঞাতি যদি মারা যায়, তাহলে সে সম্পত্তির কোন মীরাস পাবে না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি এমন সন্তান রেখে গেল, যে সলাত আদায় করে না। (মুসলিম ব্যক্তি সলাত আদায় করে অথচ ছেলেটি সলাত আদায় করে না।) এবং তার অন্য এক দূরবর্তী

চাচাতো ভাই (স্বগোত্র ব্যক্তি– জ্ঞাতি) এই দু'জনের মধ্যে কে মীরাস পাবে? উক্ত মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী চাচাতো ভাইও ওয়ারিস হবে, তার ছেলে কোনই ওয়ারিস হবে না। এ সম্পর্কে ওসামা বর্ণিত হাদীসে নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উল্লেখ্য ঃ "মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "ফারায়িয তাদের মৌল মালিকদের সাথে সংযোজন করো। অর্থাৎ সর্ব প্রথম তাদের অংশ দিয়ে দাও, যাদের অংশ নির্ধারিত অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তন্মধ্যে (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দেরই হবে অগ্রাধিকার।" (বুখারী, মুসলিম)

এটি একটি উদাহরণ মাত্র এবং একইভাবে অন্যান্য ওয়ারিসদের প্রতিও এই হুকুম প্রয়োগ করা হবে।

✪ সলাত অমান্যকারীর জানাযা পড়া ও তার জন্য দু'আ করা হারাম ঃ সে মারা গেলে তাকে গোসল দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, দাফনের জন্য কাপড় পরানো হবে না এবং তার উপর জানাযার সলাতও আদায় করা হবে না এবং মুসলিমদের ক্বরস্থানে দাফনও করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত মৃত ব্যক্তিকে কী করবো? এর উত্তর হলো যে, আমরা তার মৃতদেহকে মরুভূমিতে (খালি ভূমিতে) নিয়ে যাবো এবং তার জন্য গর্ত খনন করে তার পূর্বের পরিধেয় কাপড়েই দাফন-ক্বরস্থ করব। কারণ ইসলামে তার কোন পবিত্রতা ও মর্যাদা নেই। তাই কারো জন্য হালাল নয় যে, তার কেউ মারা গেলে এবং তার সম্পর্কে সে জানে যে সে সলাত আদায় করত না, তাহলে মুসলিমদের কাছে জানাযার সলাতের জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।

✪ সলাত অমান্যকারীর হাশর হবে যাদের সাথে ঃ ক্বিয়ামাতের দিন ফির'আউন, হামান, কারুন এবং উবাই ইবনু খালফ কাফিরদের নেতা ও প্রধানদের সাথে তার হাশর-নাশর হবে। আল্লাহ রক্ষা করুন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার পরিবার ও পরিজনেরা তার জন্য কোন রাহমাত ও মাগফিরাত এর দু'আও করতে পারবে না। কারণ সে কাফির, মুসলিমদের প্রতি তার কোন হাক্ব বা অধিকার নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "নাবী এবং অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরাঃ আত্-তাওবাহ, আয়াত ১১৩)

প্রিয় ভাইসকল! বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও মারাত্মক। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন মানুষ বিষয়টিকে অবহেলা করে খুবই খাট করে দেখছে। তারা বাড়ীর ভিতরে অবস্থান করেও সলাত আদায় করছে না এবং তা কখনই জায়িয নয়। নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্য সলাত ত্যাগের এটিই হলো বিধান।

আমি সেই সমস্ত ভাইদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যারা সলাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং সলাত ছাড়াকে সহজ মনে করছেন। আপনি আপনার বাকি জীবনকালটা ভাল 'আমাল করে পূর্বের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন করুন। আপনি অবগত নন যে, আপনার বয়সের আর কত বাকি আছে। তা কি কয়েক মাস, কয়েকদিন অথবা কয়েক ঘণ্টা? এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর কাছে।

(সূত্রঃ হিয়াল আহাদ– ৪-১৪ পৃষ্ঠা, পথের সম্বল, ঐ– ৫২-৫৬ পৃঃ)

সলাত অমান্যকারীর শাস্তি

সলাত অমান্যকারীদের শাস্তির ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (র) বলেন, সলাত তরককারীদের গর্দানে তলোয়ারের আঘাত দ্বারা হত্যা করতে হবে। অতঃপর তারা তার কুফরী সম্পর্কে মতবিরোধ পোষণ করেছেন, যদি সে বিনা ওযরে সলাত ছেড়ে দেয় এমনকি ওয়াক্ত পার হয়ে যায় তাহলে ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম আইয়্যূব সুখতিয়ানী (র), আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (র), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (র), ইমাম ইসহাক ইবনু রাদুবিয়াহ্‌র মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। (কিতাবুল কাবায়ির, ঐ– ২৫ পৃঃ)

সলাত অমান্যকরীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ভূমিকা

সলাত ইচ্ছাকৃতভাবে তরককারীদের (ত্যাগ) প্রসঙ্গে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের অভিমত ঃ সলাতের ইনকারকারী (আপত্তি) সকল ইমাম ও মুজ্‌তাহিদের মতে কাফির বলে গণ্য হবে; যে ব্যক্তি সলাতকে অস্বীকার করে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয়, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইসহাক ও কিছু সংখ্যক শাফিঈ ও মালিকী আলিমের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। ইমাম মালিক ও শাফিঈর মতে ইচ্ছাকৃত সলাত ত্যাগকারী তাওবাহ না করলে তার উপর কাত্বলের হদ্দ জারী করতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মতে, সলাত ত্যাগকারীকে সলাত না আদায় করা পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ রাখতে হবে। (মিরআত, নাইল, গুনিয়া, বুলুগুল মারাম, পশ্চিমবঙ্গ ছাপা– ১১৫ পৃষ্ঠা)

সলাত ত্যাগ করা কুফরীর কারণ হলো যে, যে ব্যক্তি সলাত ওয়াজিব হওয়ার অস্বীকারকারী সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল, আহলে ইল্‌ম ও ঈমান এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যে ব্যক্তি অলসতা করে সলাত ছেড়ে দিল তার চেয়ে উক্ত ব্যক্তির কুফরী খুবই মারাত্মক। উভয় অবস্থাতেই যারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, তাদের প্রতি অপরিহার্য হলো যে, তারা সলাত ত্যাগকারীদেরকে তাওবাহ করার নির্দেশ দিবেন, যদি তাওবাহ না করে, তাহলে এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করবেন।

অতএব সলাত ত্যাগকারীকে বর্জন করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব এবং সলাত ত্যাগ করা থেকে তাওবাহ না করা পর্যন্ত তার দা'ওয়াত গ্রহণ করা যাবে না, সাথে সাথে তাকে ন্যায়ের পথে আহ্বান ও নসীহত প্রদান করা ওয়াজিব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সলাত ত্যাগ করার কারণে যে শাস্তি তার প্রতি নির্ধারিত আছে তা থেকে সাবধান করতে হবে। এর ফলে হয়তো বা সে তাওবাহ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তার তাওবাহ ক্বুবূলও করতে পারেন।

(ফাতওয়া প্রদান ঃ মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহ) 'ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম' নামক কিতাব থেকে সংগৃহীত, ১৪০ পৃঃ বরাতে হিয়াল আহাদ-২৩ পৃষ্ঠা)

সন্তান-সন্ততিকে কখন সলাতের নির্দেশ দিতে হবে

সারবা ইবনু মাবাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সাত বছর বয়সে সলাতের আদেশ দাও। যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর। (তিরমিযী হাঃ ৩৮২)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সপ্তম বছরে সলাতের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়সে উপনীত হলে মারধর কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও। (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ৫২৬)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর কতিপয় শিষ্য এই হাদীস দ্বারা দলীল প্রমাণ দিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর সলাত অমান্য করলে তাকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজিব বলে মনে করেন। তাঁরা আরো বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সলাত অমান্য করলে প্রহারের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই কথা প্রমাণ করে যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এর চাইতে গুরুতর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া উচিত। আর মারপিট ও প্রহারের পরে হত্যার চাইতে গুরুতর শাস্তি আর কিছু নেই। (কিতাবুল কাবায়ির ঐ, ২৫ পৃঃ)

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সলাত সম্পর্কে জামা'আতেরই হুকুম দিয়ে বলেছেন, وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা সলাত কায়িম কর), (তারা সবাই সলাত কায়িম করে) ইত্যাদি। অন্য জায়গায় বলেছেন, وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (তোমরা রূকুকারীর সাথে রূকু কর) অর্থাৎ জামা'আতে সলাত আদায় কর। কুরআন দ্বারা বোঝা যায় যে, ফার্‌য সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা অপরিহার্য।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ জামা'আতে আসেনা তার সলাতই হয়না। অবশ্য ওযর ছাড়া' (ইবনু মাজাহ হাঃ ৭৯৩)। অন্য রিওয়ায়তে আছে, সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ওযর কী? তিনি বললেন, ভয় ও অসুখ (আবূ

দাউদ, দারাকুতনী, মিশকাত হাঃ ১০০১)। তিনি বলেন, পুরুষ মানুষের সবচেয়ে উত্তম সলাত তার ঘরে, কিন্তু ফার্‌য সলাত নয় (বুখারী ও মুসলিম, বুলুগুল মারাম ২৯পৃঃ)।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ঘরে পুরুষের ফার্‌য সলাত হয়না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল ক্বিয়ামাতের দিন মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐসব সলাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে যেসব সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সলাত ও হিদায়াতের পন্থা-পদ্ধতি। যেমন এ ব্যক্তি সলাতের জামা'আতে হাজির না হয়ে বাড়ীতে সলাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে সলাত আদায় করো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন ক'রে (সলাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মাসজিদে হাজির হয় তাহলে মাসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি করে নেকী লিখে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গুনাহ দূর করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, আমরা মনে করি, যার মুনাফিক্বী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক্বী ছাড়া কেউই জামা'আতে সলাত আদায় করা ছেড়ে দেয়না। অথচ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে হাজির হতো যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে সলাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। (মুসলিম হাঃ ১৩৭৩)

আবুল আহওয়াস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেছেন ঃ আমাদের ধারণা হলো মুনাফিক্ব এবং রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই সলাতের জামা'আত পরিত্যাগ করে না। এ ধরনের লোকের মুনাফিক্বী স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় রুগ্ন ব্যক্তিও দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে সলাতের জামা'আতে শরীক হতো। তিনি আরো বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হিদায়াতের কথা শিখিয়েছেন। আর হিদায়াতের কথা ও পদ্ধতির মধ্যে যে মাসজিদে আযান দিয়ে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় সেই মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করাও একটি।
(মুসলিম হাঃ ১৩৭২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) অন্ধ একটি লোক নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মাসজিদে নিয়ে আসার মত কেউ নেই। তাকে বাড়ীতে সলাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে বাড়ীতে সলাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? সে বললো, হাঁ (আমি আযান শুনতে পাই) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি জামা'আতে উপস্থিত হও। (নাসাঈ হাঃ ৮৫১-৮৫২)

আনাস ইবনু সিরীন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুব (ইবনু আব্দুল্লাহ) আল কাসরাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত আদায় করল সে আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ করলো। আর আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর নিরাপত্তা প্রদানের হক্ব কারো থেকে দাবী করে বসেন তাহলে সে আর রক্ষা পাবে না। তাই তাকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম হাঃ ১৩৭৯)

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর পাথরের আঘাতে যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে সে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে (তৎপ্রতি যত্নশীল না হওয়ার কারণে) ভুলে যায় এবং ফাজ্‌র সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।
(বুখারী হাঃ ১০৭২)

একদা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! আমার কখনো ইচ্ছা হয় যে, একজনকে দিয়ে সলাত শুরু করিয়ে দেই এবং তারপর যারা সলাতে হাযির হয়না আমি পেছন দিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই। (তিরমিযী হাঃ ২০৮) মুসনাদে আহমাদের রিওয়ায়তে আছে যে, ঘরের মধ্যে যদি নারীরা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা না থাকতো তাহলে আমি 'ইশার সলাত শুরু করে দিয়ে যুবকদেরকে হুকুম দিতাম যে, ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। (মিশকাত হাঃ ১০০৬)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো- এক ব্যক্তি দিনে সিয়াম (রোযা) পালন করে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে কিন্তু জামা'আতে সলাত আদায় করে না, তার কী অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। (তিরমিযী ১৮৭ পৃঃ)

'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি লোকেরা 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের কী যে ফাযীলাত তা জানতো তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হতো। (ইবনু মাজাহ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা হাঃ ৭৯৬)

হাকিম (রহঃ) তাঁর মুসতাদরাকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন– ১. যে কোন গোত্রের নেতৃত্ব করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না; ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর নাখোশ অবস্থায়

www.waytojannah.com

রাত কাটায়; ৩. ঐ লোক যে ..... এবং .... ডাক শোনে কিন্তু তাতে সাড়া দেয় না। আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ মাসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মাসজিদ ছাড়া অন্যত্র সলাত আদায় করলে সে সলাত হয় না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মাসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি বললেন ঃ যে আযান শুনতে পায়। (আহমাদ)

ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতো তবে তার প্রতি আমাদের ধারণা পালটে যেত। আমরা মনে করতাম হয়তো সে মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। (বায্‌যার, তাবারানী)

প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঃ 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-কাওয়ারিরী (রাঃ) বলেন, আমি কখনো 'ইশার সলাতের জামা'আত তরক করতাম না। একদিন রাতে এক মেহমান আসায় আমি তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ফলে 'ইশার জামা'আত হারালাম। অতঃপর বসরার কোন মাসজিদে জামা'আত পাওয়া যায় কিনা সেজন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম যে, সকল মাসজিদেই সলাত পড়া হয়ে গেছে এবং দরজায় তালা লাগানো হয়ে গেছে। তারপর ঘরে ফিরে এসে মনে মনে বললাম, হাদীসে আছে জামা'আতের সাথে সলাত পড়লে সাতাশ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। অতএব, আমি সাতাশবার 'ইশার সলাত আদায় করলাম এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, আমি একদল সাওয়ারের সাথে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রতিযোগিতা করছি এবং আমি তাদের সাথে দৌড়ে পেরে উঠছি না। তাদের কোন একজনের প্রতি তাকালে তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ঘোড়াটিকে অযথা কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের সাথে পারবে না। আমি বললাম, আমি কেন পারবো না? তিনি বললেন ঃ কারণ আমরা জামা'আতের সাথে 'ইশার সলাত আদায় করেছি আর তুমি একা একা পড়েছ। অতঃপর জাগ্রত হয়ে আমি দুঃখ অনুভব করলাম। (কিতাবুল কাবায়ির ঐ, ৩৪-৩৭ পৃঃ)

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে একা সলাত পড়ার তুলনায় ২৭ গুণ বেশী সাওয়াব হয় (মুসলিম হাঃ ১৩৬২)। আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি ৪০ দিন জামা'আতে তাকবীরে উলা (জামা'আতের প্রথম তকবীর) পেয়ে সলাত আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তি সনদ লিখে দেয়া হবে; একটি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়টি মুনাফিক্বী থেকে মুক্তি (তিরমিযী হাঃ ২২৯) 'উসমান হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায় করে সে যেন অর্ধেক রাত সলাতে কাটায় এবং যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতে আদায় করে সে যেন সারারাত সলাতে কাটায় (মুসলিম হাঃ ১৩৭৬)।

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আতে এক রাক'আত সলাত পায় সে পুরো জামা'আতের সাওয়াব পায় (আবূ দাউদ, নাসাঈ হাঃ ৫৫৬) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সলাতের জন্য দূর থেকে আসার কারণে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর তরফ থেকে সাওয়াব লিখা হয় (ইবনু

মাজাহ হাঃ ৭৭৪)। ইবনু মাস'উদ বলেন, যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভে খুশী হয় তার উচিত জামা'আত সহকারে সলাত আদায় করা। (মুসলিম হাঃ ১৩৭৩)

আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে এমন একদিন তাঁর ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যার অন্তর মাসজিদের সঙ্গে টাঙ্গা থাকে। (বুখারী হাঃ ৬২০)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করে, তখন তা সরাসরি আসমানে পৌঁছে যায় এবং তার জন্য তা নূর হয়। এমনিভাবে তা আরশে আযীম পর্যন্ত উপানীত হয়। পরিশেষে উক্ত সলাত তার আদায়কারীর জন্য ক্বিয়ামাতের দিন পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকবে। সে বলবে, আল্লাহ তোমাকে হিফাযাত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হিফাযাত করেছো, আর যখন কোন বান্দা ওয়াক্ত সরে যাওয়ার পর সলাত আদায় করে তখন তা আসমানে উঠে যায় এবং তার জন্য অন্ধকারস্বরূপ হয়ে যায়। যখন তা আসমানে উপনীত হয় তখন পুটলী তৈরি করা হয় যেমন ছেঁড়াফাড়া ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা পুটলী বানানো হয় এবং সে তা সলাত আদায়কারীর চেহারায় নিক্ষেপ করে। আর বলতে থাকে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছো। (কিতাবুল কাবায়ির, ঐ- ২৪ পৃঃ)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কাছে যেসব মালাইকা (ফেরেশতা) আসে রাতে এবং দিনে তাদের এক দল আসে এবং আর এক দল যায় এবং ফাজ্‌র ও আসরের সলাতে তারা (দুই দল) একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপনকারী মালাইকা দল (আসমানে) উঠে যায়। তখন তাদের প্রভু (মহান আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় দেখে এসেছ? অথচ তিনি তাদের সব কিছুই ভালভাবে অবগত আছেন। জবাবে মালাইকারা বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি। আবার যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় (পেয়েছি)। (বুখারী হাঃ ৫২২, মুসলিম হাঃ ১৩১৭)

জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন (পূর্ণিমার রাতে) আমরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন, তোমরা যেমন এ পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই তেমনভাবে তোমাদের প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলাকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের সলাত (ফাজ্‌র ও আসরের সলাত) আদায়ের ব্যাপারে যাতে তোমরা (শাইত্বন কর্তৃক) পরাভূত না হও তার ব্যবস্থা কর। এরপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পাঠ করলেন "সূর্যোদয়

ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাসবীহ পড় বা পবিত্রতা ঘোষণা কর"। (বুখারী হাঃ ৫৩৯, মুসলিম হাঃ ১৩১৯)

'আবদুর রহমান ইবনু আবূ আমরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন মাগরিবের সলাতের পর 'উসমান ইবনু আফফান মাসজিদে এসে একাকী এক জায়গায় বসলেন। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন- ভাতিজা, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি (তিনি বলেছেন) যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে 'ইশার সলাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সলাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে সলাত আদায় করল। (মুসলিম হাঃ ১৩৭৬)

আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মূসা (রাঃ) তার পিতা (আবূ মূসা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা ওয়াক্তের সলাত (ফাজ্‌র ও আসরের সলাত ঠিক সময় মত) আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে"। (বুখারী হাঃ ৫৪০)

জামা'আত ছাড়ার গুনাহ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ * اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ *

অর্থাৎ– (ঐ সমস্ত সলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের সলাতে অমনোযোগী)। (সূরা মাউন, আয়াত ৪-৫)

অর্থাৎ তা হতে গাফিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করে না, অথবা ওযর ব্যতীতই দেরি করে আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ * اَلَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ *

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ; যারা নিজেদের সলাতে বিনয়ী ও নম্র। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১-২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا *

তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ যারা সলাতসমূহকে নষ্ট করল এবং নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলতে শুরু করল, শীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মারয়াম, আয়াত ৫৯)

ইমাম মুজাহিদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি দিনে সিয়াম (রোযা) পালন করেন এবং রাতে নফল সলাত আদায় করেন। কিন্তু তিনি বিনা শরী'আতী ওযরে জুমু'আ ও জামা'আতে শরীক হননা। জওয়াবে ইবনু আব্বাস বলেন, লোকটি জাহান্নামী। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু

'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত; লোকেরা অবশ্যই যেন জামা'আত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদাসীনদের মধ্যে গণ্য করবেন (ইবনু মাজাহ হাঃ ৭৯৪)। বিখ্যাত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরে সলাত আদায় কর তাহলে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত ছেড়ে দেবে আর নাবীর সুন্নাত ছাড়লে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

(নাসাঈ হাঃ ৭৭৭)

যে ব্যক্তি সলাতে গাফলতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে সে ক্বিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার কপালে তিন সারি লেখা থাকবে। প্রথম সারিতে লেখা থাকবে- হে আল্লাহর হাক্ব নষ্টকারী। দ্বিতীয় সারিতে লেখা থাকবে 'ওহে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি' এবং তৃতীয় সারিতে লেখা থাকবে 'দুনিয়ায় যেমন তুমি আল্লাহর হক্ব নষ্ট করেছ- আজ তেমনি আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ে যাও। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন এই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হবে। সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিবেন। লোকটি বলবে, "হে আমার রব! আমাকে কেন জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে?" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ "দেরী করে সলাত আদায় ও মিথ্যা কসম করার জন্য (তোমার এ শাস্তি হয়েছে)।" (কিতাবুল কাবায়ীর, ঐ- ২৭ পৃষ্ঠা)

জামা'আত ত্যাগকারীর শাস্তি

বিশ্বনাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর লোকদের অলসতা ও দুর্বলতা দূর করার জন্য মাক্কার গভর্নর ইতাব ইবনু ওসায়েদ জুমু'আর খুতবায় বলেন, হে মাক্কাবাসীগণ! ভাল করে জেনে নাও, যদি কারো সম্পর্কে আমি এই খবর পাই যে, তিনি বিনা ওযরে মাসজিদে আসেননি তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব (আসসলাতু ওয়াআহকা মুতারিকিহা ৩১৪ পৃঃ)।

আলী ইবনু মাহদী নামে এক বাদশাহ তাঁর বাদশাহী যুগে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতেন যিনি সলাতের জামা'আতে দেরীতে অভ্যস্ত হতেন। (তারীখে ইবনু খালদূন, ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃঃ)। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী লিখেছেন, শাইখ বোররাকের পরিবারবর্গের মধ্যে যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে জামা'আতে হাযির হোত না তাদেরকে তিনি নিজ হাতে চল্লিশটি চাবুক মারতেন (দূরারে কামিনাহ ২য় খণ্ড ৪র্থ পৃঃ)। জামা'আত ত্যাগকারীদেরকে বাদশাহ মুহাম্মাদ ইবনু তোগলক সাজা দিতেন। একদিন তিনি ঐরূপ নয়জন লোককে হত্যা করেন (নুযহাতুল খাওয়াতির ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ)। [সূত্রঃ আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা, ঐ- ১৯-২০ পৃষ্ঠা]

জামা'আত ত্যাগ করার শরঈ ওযর

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পাঁচটি কারণে জামা'আতে শরীক না হলে আপত্তি নাই। তা হল এই ১। দুশমনের ভয় ২। অসুখ ৩। পেশাব ও পায়খানা লাগা ৪। খাবার জিনিষ হাযির হওয়া ৫। প্রচণ্ড শীত বৃষ্টি ও তুফান। দুশমনের ভয় ও অসুখ সম্পর্কে হাদীস উপরে পেশ করা হয়েছে। বাকি গুলোর

প্রমাণ এই । মা 'আয়িশাহ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, খাবার হাযির হলে সলাত নেই (অর্থাৎ আগে খাও তারপরে সলাত)। এবং তখনও না যখন দুটো খবীস জিনিস অর্থাৎ পেশাব ও পায়খানা চাপ সৃষ্টি করে (মুসলিম হাঃ ১১৮৫)। ইবনু 'উমার বলেন, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির দিনে আল্লাহর রাসূল মুআযযিনকে এই হুকুম দিতেন যে, সে আযানে একথাও যেন বলে দেয়, ওগো সবাই নিজের নিজের ঘরে সলাত আদায় করে নিও (বুখারী হাঃ ৯৭৮)।

অমনোযোগী সলাত আদায়কারীর পরিণাম

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ *

"ঐ সমস্ত সলাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস যারা তাদের সলাতে অমনোযোগী।" (সূরাঃ মাউন, আয়াত ৪-৫)

অর্থাৎ তা হতে গাফিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করে না, অথবা ওযর ব্যতীতই দেরি করে আদায় করে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا *

"তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ যারা সলাতসমূহকে নষ্ট করলো এবং নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলতে শুরু করলো, শীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরাঃ মারিয়াম, আয়াত ৫৯)

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ সম্পূর্ণরূপে সলাত পরিত্যাগ করা নয় বরং তার অর্থ একেবারে শেষ ওয়াক্তে সলাত আদায় করা।

ইমামুত তাবিঈন সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহঃ) বলেন, (তারা সলাত নষ্ট করলো) এর অর্থ হচ্ছে আসরের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন হওয়ার সময় যুহ্‌র আদায় করা, মাগরিবের সাথে মিলিয়ে আসর পড়া, 'ইশার সাথে সংযুক্ত করে মাগরিব আদায় করা, 'ইশার সলাত ফাজর পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং সূর্যোদয়ের সময়ে ফাজর আদায় করা। সুতরাং এই অবস্থায় থাকাকালীন ইনতিকাল করলো অথচ তাওবাহ্ করেনি, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য 'সাইয়্যূন' তৈরি করে রেখেছেন। আর এটা হচ্ছে জাহান্নামের একটি গর্ত যা অত্যন্ত সুগভীর এবং এর স্বাদ অত্যন্ত কদর্য ও কুৎসিত।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ "সেই 'আমালকারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের সলাত সম্পর্কে উদাসীন ও গাফিল।" (সূরাঃ মাউন, আয়াত ৪-৫)

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যারা সলাত সম্পর্কে উদাসীন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে শেষ ওয়াক্তে সলাত আদায় করা

অর্থাৎ একেবারে প্রান্তিক সময়ে সলাত আদায় করা। বিলম্বে হলেও তারা সলাত আদায় করে ব'লে এখানে..... শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ও-য়াইল অর্থাৎ কঠিন শাস্তি।

কেউ কেউ বলেন, 'ওয়াইল' হচ্ছে জাহান্নামের একটি নিম্নভূমি। দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতসমূহ তার মধ্যে রাখা হলে তার কঠিন উত্তাপে তা গলে যাবে অথচ এ স্থানটিই হবে বিলম্বে সলাত আদায়কারী ও উদাসীন সলাত আদায়কারীদের স্থায়ী আবাসস্থল। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবাহ্ করবে এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে তাদের আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ *

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র হতে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরাঃ মুনাফিকুন, আয়াত ৯)

মুফাসসিরে কিরাম বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহর যিক্‌র' দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যথা সময়ে সলাত আদায় থেকে গাফিল হয়ে বেচাকেনা, উপার্জন, জীবিকা সংগ্রহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে খেল-তামাশায় বিভোর থাকবে, সেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সূত্রঃ কিতাবুল কাবায়ির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপা ২১-২২ পৃষ্ঠা)

নাবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন বান্দা থেকে যে সম্পর্কে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে সলাত। যদি সলাত ঠিক হয়ে যায় তাহলে সে কামিয়াব ও সফলকাম হবে এবং যদি সলাত অসম্পূর্ণ হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদে পতিত হবে। (নাসাঈ হাঃ ৪৬৬)

সলাতে সুফল পাওয়া যায় না কেন?

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ *

নিশ্চয় সলাত অশ্লীলতা এবং আপত্তিকর কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা ঃ আনকাবূত ৪৫ আয়াত)। এই আয়াতটির ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার সলাত তাকে অশ্লীল এবং আপত্তিকর কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে না তার সলাতই হয় না। (ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর ইবনু কাসীর, অনুঃ ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান– ৩য় খণ্ড ৫৮৪ পৃঃ)।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে অথচ তার সলাত তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় না

Contents

এবং মন্দ ও জঘন্য বিষয় থেকে তাকে বিরত রাখেনা ঐ সলাত দ্বারা সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে যেতে থাকে। (বাইহাকীর শো'আবুল ঈমান, কানযুল ওমমাল ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ)

ইমাম আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল [রহঃ] একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লোকদের উপর একটি যুগ আসবে যখন তারা বাহ্যতঃ সলাত আদায় করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সলাত আদায় করবে না। [কিতাবুস সলাত অমা-য়্যালযামু ফীহা ৫ ম পৃঃ]

এর একটা কারণ এ হতে পারে যে, তারা রুকু ও সিজদাহ ঠিকমত পালন করবে না এবং ক্বিরাআতও শুদ্ধ পড়বে না। বরং দ্রুত করে রুকু ও সিজদাহ দিয়ে কোন রকম দায়সারা সলাত শেষ করে পালাবে-যেমন প্রায় জুমু'আর দিন দেখা যায়। একটি হাদীসে রয়েছে যে,একজন লোক ষাট বছর সলাত আদায় করবে। অথচ তার সলাত হবে না। কেউ জিজ্ঞেস করলো, তা কেমন করে? তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে রুকু পুরো করে তো সিজদাহ পুরো করে না এবং সিজদাহ ঠিক দেয় তো রুকু ঠিক দেয় না। অন্য এক হাদীসে আছে যে, একদা বিখ্যাত সাহাবী হুযাইফা ঐরূপ সলাতে রুকু-সিজদাহ পূর্ণ না-কারী একজন মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরূপ সলাত কয় বছর ধরে পড়ছ? সে বলল, চল্লিশ বছর। হুযাইফা বললেন, তাহলে তুমি সলাতই আদায় করনি। অতএব তুমি যদি ঐ অবস্থায় মারা যেতে তাহলে ইসলামী প্রকৃতির বিপরীত প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই মরতে। [ঐ, ৩৩ পৃঃ]

সুতরাং মুরগীর কুড়ো খাওয়ার মত সলাত আদায় করলে সলাতের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই ধীরে সুস্থে ও ভীত-বিনয়চিত্তে [খুশু -খুযু সহকারে] সলাত আদায় করতে হবে। এ খুশু বা ভীতচিত্তের গুরুত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত তাবিঈ -বিদ্বান ইমাম সুফয়্যান সওরী [রঃ] বলেন, যে ব্যক্তি সলাতে খুশু করে না এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, তার সলাত নষ্ট হয়ে যায় এ ব্যাপারে হাসান বাসরী বলেন, যে সলাতে মন হাযির থাকে না তা পুণ্যের তুলনায় শাস্তিকেই দ্রুত টেনে আনে। (আত্তা'লিকুস সাবীহ ১ম খণ্ড ২৬৬ পৃঃ) ।

এছাড়াও প্রায় নব্বই জন লোকই না বুঝে সলাত আদায় করে। তাই তাদের অধিকাংশই সলাতের স্বাদ পায়না। ফলে সলাতে তাদের মন বসে না এবং খুশুর ভাব ফুটে উঠে না। অথচ না বুঝে পড়লে কী ক্ষতি হয় তাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে শুনুন। তিনি সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর বান্দা তার সলাতের অতটুকু অংশ পাবে যতটা সে ওর মধ্যে বুঝে থাকে। (এহ্ইয়া-উল উলুম, মেফতাহুস সাআ-দাহ্, সলাত কি হাকীকাত ৮০ পৃঃ)

এ হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তুমি তোমার সলাতের মধ্যে অতটুকু পাবে যতটুকু তুমি বুঝে পড়বে। এর ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, কোন সলাত আদায়কারী তার সলাতের যে অংশটা বুঝে পড়বে সে কেবল ঐ অংশ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যদিও এর দ্বারা তার সলাত আদায় করার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে (আস- সলাতু ওয়াআহ্কামু তারিকিহা) ।

www.waytojannah.com

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাধ্যমত বুঝে সুঝে সলাত আদায় করতে হবে। সেজন্য সলাতের নিয়ম কানুন ভাল করে শিখতে হবে এবং সূরা ও দু'আগুলোর অর্থও জানার চেষ্টা করতে হবে। অতএব অর্থ না বুঝে সলাত আদায় করা ওর সুফল না পাবার আরো একটি কারণ।

আল্লাহর 'ইবাদাত ক'রে গর্বিত হওয়া আপত্তিকর কাজ। তাই সলাত আদায় করে আত্মগর্ব করা সলাতের সুফল না পাবার একটি বিশেষ কারণ। সুতরাং কোন সলাত আদায়কারী যেন আত্মগর্বী না হন, বরং বিনয়ী ও নম্র হন। আল্লাহ আমাদের সলাতের সুফল পাবার তাওফীক দিন-আমিন।

[সূত্রঃ আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা -১ম আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা ছাপা ২০৫-২০৯ পৃঃ]

সলাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের উপায়

"আল্লাহ বান্দাদের জন্য পাঁচ বারের সলাত ফার্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবে এগুলোর প্রতি শিথিলতা দেখিয়ে এগুলো নষ্ট করবে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ * اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ *

"ঈমানদারগণ পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। যারা নিজেদের সলাতে বিনয়ী নম্র।" (সূরাঃ আল-মু'মিনুন, আয়াত ১-২)

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ *

"আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (সূরাঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ২৩৮) এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে দীর্ঘ রুকু', বিনয় নম্রতা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং আল্লাহর ভয়ে নত হওয়া। সলাতে নম্রতা তারাই অর্জন করতে পারে যারা অখণ্ড মনে সেটি আদায় করে, সলাত আদায়কালে একাগ্রচিত্ত থাকে এবং অন্য সব কিছুর উপর এটিকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের গুণাবলীতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এমন কিছু উপায় আছে যা অবলম্বন করলে সলাতে বিনয়-নম্রতা অর্জন করা যায় তা তুলে ধরা হলো ঃ

(১) আল্লাহর 'ইবাদাতে, প্রভুত্বে, তাঁর নামসমূহে ও গুণাবলীতে তাঁকে এক ও একক সত্ত্বা বলে মানা। (২) মহান প্রভুকে সম্মান করা, তাঁর জন্য মনকে নিখাদ করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর ধ্যান করা। (৩) শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা। (৪) আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থেকে তাঁর ভয় করা। (৫) হালাল পবিত্র দ্রব্য পানাহার করা, হারাম দ্রব্যাদি থেকে দূরে থাকা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি ও দ্রব্যাদি থেকে বিরত থাকা। (৭) বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারীদের সাহচর্যে থাকা। ৮) সলাতে প্রবেশ করার পূর্বে মনোযোগী ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। ৯) আল্লাহর

মহত্বকে অনুভব করার চেষ্টা করা। ১০) সলাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়ার আশা করা। ১১) উত্তমরূপে ওযূ করা, গোড়ালি শুকনো না রাখা এবং পানির অপচয় না করা। ১২) সলাতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সেই সাথে সলাতের স্থানও প্রস্তুত রাখা। ১৩) জামা'আতে সলাত আদায়ে উদাসীনতা থেকে সতর্ক হওয়া এবং আযানের সাথে সাথে সেদিকে ধাবিত হওয়া। ১৪) সলাতে যে সকল আয়াত ও যিক্‌র-আযকার পড়া হয় সেগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা। ১৫) সলাতে তাড়াহুড়ো না করা। এদিক-সেদিক না তাকিয়ে এবং বাজে কাজ না ক'রে সলাতের আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করা। ১৬) সলাতের বিধি-বিধান ও আদব-শিষ্টাচার মেনে চলা। সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। ১৭) ইমামের অনুসরণ করা, কেননা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ১৮) জাগতিক কাজ-কর্ম থেকে মনকে মুক্ত করা। উল্লেখ্য দুনিয়াবী কোন কাজ-কর্মই আল্লাহর নিকট একটি মশার ডানার সমানও নয়। ১৯) যেসকল স্থানে বাদ্যযন্ত্র বাজছে, হৈ চৈ হচ্ছে, মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে, সেখানে সলাত আদায় না করা। ২০) এমনভাবে সলাত আদায় করা যেন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। কারণ, আমাদের পরিচিতদের অনেকেই চলে গেছেন। আমাদেরকেও চলে যেতে হবে। ২১) বিড়ি, সিগারেট বর্জন করা। ২২) সলাতে ভাল পোষাক পরিধান করা।

(সূত্র ঃ যাও, আবার নামায পড়; তোমার নামায হয়নি! ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায, মূলঃ নাসির উদ্দীন আলবানী- ১৬২-১৮২পৃষ্ঠা)

সলাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারীদের খণ্ডচিত্র

✪ **মুতাররিফ তাঁর পিতা হতে– তিনি বলেছেন ঃ** আমি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সলাত (এমন বিনয়ের সাথে) আদায় করতে দেখেছি যে, সলাতের মধ্যে তাঁর (আল্লাহর ভয়ে) কান্নার ফলে তাঁর বুক থেকে হাঁড়ির ফুটন্ত পানির গড়গড় শব্দের ন্যায় শব্দ হত।

(ইবনু মাজাহ, বুলুগুল মারাম ভারতীয় ছাপা হাঃ ১৭৪/১৮)

✪ **'উমার বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) মিম্বরে বলেছিলেন,** ইসলাম ধর্মে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় অথচ সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে সলাত আদায় করেনি। বলা হয়েছিল, কীভাবে? তিনি বলেছিলেন, সলাতে পরিপূর্ণ বিনয়-নম্রতা (খুশু খুযু) অবলম্বন করে না। আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে না।

এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'উমার বিন আল-খাত্তাবের একটি উক্তি। আমাদের আজকের অবস্থা কী? আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করেছেন তারা ছাড়া অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয়। তারা সশরীরে সলাত আদায় করে কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে দুনিয়া ও বাজার বিপণীতে। বেচা-কেনা করে।হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এটি উদাসীনতার ফল ব্যতীত আর কিছু নয়।

✪ **হাসান বলেছেন,** আমির বিন আবদে ক্বায়স মানুষের সলাতে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কথা শুনে বললেন, তোমাদের কি এমন হয়? তারা বলল, হ্যাঁ। আমির বললো, আল্লাহর কসম! সলাতে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার চেয়ে পেটে তীর বিদ্ধ হওয়া আমার নিকট বেশি প্রিয়।

www.waytojannah.com

✪ **আবূ বাকর বিন আইয়াশ।** তিনি বলেন, হাবীব বিন আবূ সাবিতকে সিজদাহ করতে দেখলাম। তাকে দেখলে আপনি বলতেন, মৃত মানুষ। ইবনু ওয়াহহাব বলেছেন, সাওরীকে মাগরিবের পর হারামে দেখতে পেলাম। তিনি সলাত আদায় করলেন এরপর দীর্ঘ সিজদাহ করলেন। 'ইশার আযান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথা উঠালেন না। কোন কিছুই তাদের সলাত থেকে বিমুখ করতে পারত না। আল্লাহ ও তাদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকত না, তাদের সবটুকু মনোযোগ থাকত সলাতের প্রতি। আল্লাহর নিকট বিনয়-নম্রতার প্রতি, তাঁর সম্মুখে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার প্রতি।

✪ **কদিন আবূ 'আব্দুল্লাহ বিন আননাবাজী তারতুসবাসীদের সলাতে ইমামত করলেন।** যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তিনি সলাত হালকা করলেন না। সলাত শেষ হলে লোকেরা বললো, আপনি একজন গুপ্তচর। তিনি বললেন, কেন? তারা বলল, যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল অথচ আপনি সলাতেই থাকলেন। সলাত হাল্কা করলেন না। তিনি বললেন, আমি ভাবতে পারি না যখন কেউ সলাত আদায় করে তখন তার কানে আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অন্য কিছু ঢুকতে পারে।

✪ **ইমাম বুখারী এক রাতে সলাত আদায় করছিলেন।** তাঁকে সতের বার বোলতা কামড়ে নিল। সলাত শেষ করে তিনি বললেন, দেখ তো আমাকে কিসে কষ্ট দিল। মায়মূন বিন হাইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসলিম বিন ইয়াসারকে কখনো সলাতে সামান্য পরিমাণও এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি। একদা মাসজিদের এক কোণ ধ্বসে পড়েছিল, বাজারের লোকেরা ভীত হয়ে পড়ল। অথচ তিনি মাসজিদেই সলাত আদায় করছিলেন। এদিক সেদিক তাকাননি।

✪ **খালাফ বিন আইয়ূবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।** মাছি আপনাকে সলাতে কষ্ট দিলে আপনি কি ওটিকে তাড়িয়ে দেন না? তিনি বললেন, আমার সলাত বিনষ্ট করবে এমন কোন কিছুর প্রতি আমি মনকে সংযোগ করি না। কীভাবে ধৈর্য ধারণ করেন? আমি জানতে পেরেছি, ফাসিকরা বাদশার বেত্রাঘাতে ধৈর্য ধারণ করে। তখন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি ধৈর্যশীল। এ নিয়ে তারা গর্ব করে। অপরদিকে আমি আমার প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কী করে একটি মাছির কারণে নড়াচড়া করতি পারি?

✪ **হাতিমুল আসাম্ম (রহঃ) থেকে বর্ণিত;** তাঁকে তাঁর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সলাতের সময় হলে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করি। যেখানে সলাত পড়ার ইচ্ছে করি সেখানে যাই। তারপর সলাতে দাঁড়াই। আমার ভ্রুর সম্মুখে কাবা শরীফকে রাখি। পুলসিরাতকে আমার দু'পায়ের নিচে রাখি। জান্নাতকে রাখি আমার ডানপাশে। জাহান্নামকে বামপাশে। মৃত্যুর মালাইকাকে (ফেরেশতাকে) পেছনে। এটিকে আমি আমার জীবনের শেষ সলাত মনে করি।

তারপর আশা ও ভয়ের মাঝে দাঁড়াই। তাকবীর ধ্বনি দিই। ধীরে ধীরে কুরআন পড়ি। বিনয়-নম্রতার সাথে রুকূ করি। ভক্তির সাথে সিজদাহ করি। বাম নিতম্বের ভরে বসি। পায়ের উপরিভাগ বিছাই। বুড়ো আঙ্গুলের উপর ডান পা খাড়া রাখি নিখাদ নির্ভেজাল চিত্ত হওয়ার চেষ্টা করি জানি না সলাত কবূল হল কি না!

(সূত্র ঃ আল-হারামাইন চেরিটেবল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক যাও, আবার নামায পড়? তোমার নামায হয়নি! ৩-৭ পৃঃ)

✪ **ইবনু হাম্বল বলেন,** হাদীসে এসেছে, বিখ্যাত তাবিঈ ইবনু সীরীন যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার খুন শুকিয়ে যেত।

(কিতাবুস সলাত অমা-য়্যালযামু ফীহা ২০ পৃঃ)।

✪ **আবূ বাক্‌রের (রাঃ) নাতি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়িরের (রাঃ) খুশু সম্পর্কে তাবিঈ মুজাহিদ বলেন,** ইবনু যুবায়ির যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন খুশুর কারণে তাকে একটি কাঠ মনে হত। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আসসাব বলেন, ইবনু যুবায়ির যখন সিজদাহ দিতেন তখন চড়ুই পাখীরা তাঁর পিঠে নেমে আসতো এবং তারা মনে করতো যে, এটা কোন দেয়ালের খুঁটি (সিফাতুস সফ্অহ ১ম খণ্ড ৩২২ পৃঃ)।

একদিন সলাত আদায়রত অবস্থায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র মারআযীর কপালে একটি বোলতা কামড়ে খুন বের করে দেয়। তবুও তিনি একটু নড়াচড়া করেননি (তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড ৬৫২ পৃঃ, সিফাতুস সফ্অহ ৪র্থ খণ্ড ১২২ পৃঃ)।

(সূত্র ঃ আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা, ঐ– ২০৭ পৃষ্ঠা)

সলাতের ক্ষতিকর কাজসমূহ

সলাতে এমন সব দৃশ্য দেখা যায় যা সলাতের ক্ষতি করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে–

১) মানসিক প্রশান্তি না থাকা। খুব দ্রুত সলাত আদায় করা। কাকের মত ঠোকরানো।

২) সলাতের মাদুর অথবা পাথর, দাড়ি নিয়ে বৃথা খেলা করা, নকশা ও কারুকার্যে চোখ ফেরানো।

৩) সলাতে এদিক সেদিক তাকানো এবং আকাশের দিকে চোখ তোলা।

৪) সলাতে ভুল হওয়া। মনোসংযোগ না থাকা। সলাত আদায়কারী কত রাক'আত পড়ে সলাত শেষ করলো তা ভুলে যাওয়া।

৫) সলাতরত অবস্থায় দুনিয়াবী বিষয় স্মরণ করা এবং নানা বিষয় নিয়ে কল্পনা করা।

৬) ঘড়ি নিয়ে খেলা, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা, কাপড় ঠিক করা ইত্যাদি।

৭) রুকূ সিজদাহ ইত্যাদি ইমামের আগে আগে করা।

৮) সলাত আদায়রত অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখা।

৯) টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে সলাত আদায় করা।

www.waytojannah.com

১০) হাই উঠলে হাত দিয়ে বন্ধ না করা।

১১) সিগারেট, রসুন, পিঁয়াজ খেয়ে মাসজিদে সলাত আদায় করা।

১২) কাতার সোজা না করা।

এছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে যা সলাতে একাগ্রতা ও প্রশান্তির পরিপন্থী। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে এবং তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এগুলোর নিন্দা করেছেন।

[সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায, ঐ- ১৬০-১৮৮ পৃষ্ঠা]

আহ্বান

কুরআন ও হাদীসের দলিল ভিত্তিক এ লিখা থেকে এটাই অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, নিশ্চয় মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ সলাতের আদেশ করেছেন। তাই আসুন! আর অবহেলা ও গাফলতি না করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যথাযথভাবে সলাত আদায় করি সলাতের শিক্ষা ও উদ্দেশ্য বুঝার এবং এর উপকারিতা লাভ করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক্ব দান করুন- আমীন।

নিজে পড়ুন, অপরকে পড়তে দিন।
নিজে মেনে চলুন, অপরকেও মানতে উদ্বুদ্ধ করুন।

গ্রন্থ পঞ্জি

১) তাফসীর ইবনু কাসীর- অনুবাদঃ ড. মুহা. মুজিবুর রহমান ২) মারিফুল কুরআন- অনুবাদ, মাওঃ মু-হিউদ্দিন খান ৩) সহীহুল বুখারী- তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৪) বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ৫) সহীহ্ মুসলিম- আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ঢাকা ৬) মুসলিম- ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ৭) তিরমিযী- ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ৮) আবূ দাউদ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ৯) নাসাঈ, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১০) ইবনু মাজাহ- আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১১) মিশকাত- এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার ১২) বুলূগুল মারাম- আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ঢাকা ছাপা ১৩) বুলুগুল মারাম- পশ্চিমবঙ্গ ছাপা ১৪) বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত আয়াত ও সহীহ্ হাদীস- হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব ১৫) চিত্তাকর্ষক জায়িনামায জঘন্য বিদ'আত- শাইখুল হাদীস আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ ১৬) ইসলামী বিশ্বকোষ ২৪ খণ্ড ২য় ভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হাদীস দর্পণ ১৭) যাও আবার নামায পড় তোমার নামায হয়নি- আল-হারামাইন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ অফিস ১৮) পথের সম্বল- ঐ ১৯) আইনি তোহফা সলাতে মুস্তফা- আহলে হাদীস লাইব্রেরী, ঢাকা ছাপা ২০) কিতাবুল কাবায়ির- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ২১) হিয়াল আহাদ- শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায ও সালেহ্ আল উসাইমিন ২২) নামায রোযার হাকীকাত- মাওঃ মওদূদী, ২৩) নামায কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে- প্রফেসর ডা. মোঃ মতিয়ার রহমান ২৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায- মূলঃ শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, অনুবাদঃ এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম। ২৫) আল্লাহর রসূল কীভাবে নামায পড়তেন- মূলঃ আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম ২৬) নামাযের মৌলিক শিক্ষা- খন্দকার আবুল খায়ের ২৭) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সলাত এবং আক্বীদাহ ও যরুরী সহীহ্ মাস'আলাহ- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দিন নদীয়াভী ২৮) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২৯) আহলে হাদীস দর্পণ (পত্রিকা), ৩০) মুসলিম রমণী, মূলঃ আবু বকর জাবির আল জাযায়িরী ৩১) জীবন্ত নামায, অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.waytojannah.com

লেখকের অন্যান্য বই

১। বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত আয়াত ও সহীহ্ হাদীস
২। পীর ফকীর ও ক্ববর পূজা কেন হারাম?
৩। তাওহীদ ও শির্ক–সুন্নাত ও বিদ'আত
৪। আহলে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব প্রসঙ্গ
৫। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ক্বিয়ামাতের আগে ও পরে
৬। ঈমান, সহীহ্ আক্বীদাহ আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান
৭। রামাযান ও রোযার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত
৮। শিশুদের আদর্শ নাম, আক্বীকাহ, বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ
৯। যাকাতের গুরুত্ব ও নিয়ম বিধান
১০। আহলে হাদীসদের পরিচয় ও ইতিহাস এবং মাযহাব প্রসঙ্গ (সংক্ষেপিত)
১১। মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত?
১২। সহীহ সলাতে মুহাম্মাদী পবিত্রতার নিয়মাবলী এবং জরুরী দু'আ, আমল ও মাসআলাহ

প্রাপ্তিস্থান

- আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা
  ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১৬৫১৬৬
- দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
  ৩০, মালিটোলা রোড, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৫৭২১৪
- হাদীছ ফাউন্ডেশন
  ২২০, বংশাল রোড, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৬৮২৮৯
- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
  ১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা। ফোন ৯৫৬৬৭০৫
- হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
  ৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল নতুন রাস্তা ঢাকা। ফোন ৭১১৪২৩৮
  ও ৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- তাওহীদ পাবলিকেশন্স
  ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা।
  ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬
  ইমেল ঃ Tawheedpp@bdonline.com
- প্রফেসর বুক কর্নার
  ১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার ঢাকা। ফোন ৯৩৪১৯১৫
- কাঁটাবন বুক কর্নার
  কাঁটাবন মসজিদ (মেইন গেইট)
  নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২
- আহসান পাবলিকেশন্স
  কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা ফোন ঃ ০১৭৩৮১১৭১
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১২৫৬৬০
  ১৯১ বড় মগবাজার (দৈনিক সংগ্রামের সামনে) ঢাকা-১২১৭

আল-ইসলাহ প্রকাশনী, ঢাকা

www.waytojannah.com